ভেড়া পালনে স্বকর্মসংস্থান ও সমৃদ্ধি

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
কলেজপাড়া (গোবিন্দগর), ঠাকুরগাঁও-৫১০০, বাংলাদেশ

প্রকাশনা উপদেশক

একিউএম গোলাম মাওলা, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ
ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

নির্বাহী সম্পাদক

ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক, পিপিইপিপি-ইইউ, পিকেএসএফ
তানভীর সুলতানা, উপ-মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও উপ-প্রকল্প পরিচালক, পিপিইপিপি-ইইউ, পিকেএসএফ

সম্পদনা

ড. রায়হান হাবিব, প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
মোঃ শাহরিয়ার হায়দার, ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

ড. একেএম নুরুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

আহমেদ মাহামুদুর রহমান খান, ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ
মোঃ আইনুল হক, প্রকল্প সমন্বয়কারী, পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্প (ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠি অঞ্চল), ইএসডিও
অনুপ কুমার দাস, টিম লিডার, পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্প (ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠি অঞ্চল), ইএসডিও

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২০২৪

প্রকাশনায়

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

সংকলন ও সম্পাদনা

ড. রায়হান হাবিব, প্রফেসর, ডেইরি বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
মোঃ শাহরিয়ার হায়দার, ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ
এ.বি.এম. কাউছার আহমেদ, এপিসি (লাইভলিহুড), পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্প, পিকেএসএফ

অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায়

* পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও
* ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

মুদ্রণে

শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০।

দায়মুক্তি

প্রকাশনাটি পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্প আওতায় ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কর্তৃক মুদ্রিত। এখানে প্রকাশিত মতামত প্রকাশকের নিজস্ব এবং তা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নীতিমালার প্রতিফলন নয়।

সূচিপত্র

১. ভূমিকা	৪
২. ভেড়া পালনের উপকারিতা	৫
৩. ভেড়ার প্রাপ্তিস্থান	৫
৪. ভেড়ার জাত বাছাই	৫
৪.১. ভেড়ী নির্বাচন	৫
৪.২. পাঁঠা ভেড়া নির্বাচন	৫
৫. ভেড়া পালন পদ্ধতি	৬
৬. ভেড়ার বাসস্থান	৬
৭. ভেড়ার প্রজনন	৬
৭.১. ভেড়ী গরম হওয়ার লক্ষণসমুহ	৬
৭.২. পাঁঠা ও ভেড়ী ভেড়ার অনুপাত	৭
৮. ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা	৭
৮.১. আঁশজাতীয় খাদ্য	৭
৮.২. দানা খাদ্য	৭
৮.৩. মিশ্র দানা খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী	৮
৮.৪. আঁশ জাতীয় ও দানা খাদ্যের অনুপাত	৮
৯. ভেড়ার স্বাস্থ্য সেবা	৮
৯.১. রোগাক্রান্ত ভেড়ার সাধারণ লক্ষণসমুহ	৯
৯.২ টিকা প্রদান	৯
১০. ভেড়া পালনে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ	৯
১১. ভেড়ার বাজারজাতকরণ	৯
১২. ভেড়ার মাংসের পুষ্টিমান	৯
১৩. ভেড়া পালনে স্বকর্মসংস্থান	১০
১৪. ভেড়া পালনে আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১০
১৫. উপসংহার	১১

১. ভূমিকা

গবাদি প্রাণিগুলোর মধ্যে সে সকল পশু সর্বপ্রথম মানুষের পোষ মানে তাদের মধ্যে ভেড়া অন্যতম। আজ থেকে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে মানব সভ্যতায় গৃহপালিত ভেড়ার অস্তিত্বের সন্ধান পাওইয়া যায়। প্রাচীনকাল থেকেই ভেড়া পালন মাংস, দুধ, চামড়া ও পশম উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশ্বে প্রায় ১,২০০ কোটি ভেড়া রয়েছে, যার মধ্যে ৪২% এশিয়ায়, ৩১% আফ্রিকায়, ১১% ইউরোপে, ৮% ওশেনিয়ায় এবং ৭% উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায়। এশিয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র কৃষক কর্তৃক ভেড়া পালিত হয়। প্রাণিসম্পদ বিভাগের তথ্য মোতাবেক ২০২৪ সালে বাংলাদেশে ভেড়ার সংখ্যা ছিল ৩৯ লক্ষ। বাংলাদেশে ৮২ শতাংশ ভেড়াই ভূমিহীন প্রান্তিক কৃষকদের দ্বারা,যাদের ৯০% মহিলা, পালিত হয়। বাংলাদেশে, প্রতি খামারে গড়ে ৪টি ভেড়া রয়েছে এবং বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে ভেড়া থেকে গৃহস্থালী আয়ের প্রায় ৩০% পর্যন্ত সংস্থান হয়। ভেড়া পালনে নারীদের সম্পৃক্ততা দরিদ্র পরিবারগুলিকে খাদ্য ঘাটতি, অপুষ্টি মোকাবেলা করতে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক এবং পুষ্টিগত অবস্থা উন্নয়ণের সহায়ক হিসাবে ভেড়া পালনের প্রযুক্তি অতিদরিদ্র খানায় হস্তান্তরের বিষয়টি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর বিশেষ অগ্রাধিকারমূলক একটি কার্যক্রম। উন্নত জাতের ছোট নাগপুরী ও গাড়ল ভেড়ার মাংসের পুষ্টিমান এবং স্বাদ ছাগলের মাংসের প্রায় অনুরূপ। এই সকল জাতের ভেড়ার মাংসে দেশী জাতের ভেড়ার আপত্তিকর গন্ধও নেই। এ ছাড়া গরুর-ছাগলের সাথে একই খামারে বা ঘরে ভেড়া অনায়াসেই পালন করা সম্ভব। ভেড়া পালনে ঝামেলা ও খরচ গরু-ছাগল পালনের তুলনায় অনেক কম। কারণ উপকূলীয় চর এলাকায় বা মাছের ঘেরে কিংবা ফসল কাটার পর যে কোন চারণ ভূমিতে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত কাঁচা ঘাস খাইয়ে অল্প খরচে প্রায় বছর ভেড়া পালন করা যায়। দলবদ্ধ ভাবে চলে বিধায় ভেড়া পালনের জন্য তেমন কোনো অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন হয় না। তদুপরি ৭-৮ বৎসর বয়সের বাচ্চারাও ১৫-২০ টি ভেড়ার পাল অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ছাগলের সাথে তুলনা করলে ভেড়া ক্ষেতের ফসল বা বাগানের গাছ নষ্ট করেনা বললেই চলে। এই সকল কারণে উপকূলীয় অতিদরিদ্র খান পর্যায়ে ভেড়া ক্রমবর্ধমান হারে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ভেড়া পালন সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য সমৃদ্ধ প্রকাশনার চাহিদা রয়েছে। এই পুস্তিকাটি তাই ভেড়া পালনের সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্য রচিত হয়েছে।

২. ভেড়া পালনের উপকারিতা

ভেড়া থেকে একই সাথে মাংস ও পশম পাওয়া যায়। ২০ কেজি ওজনের একটি ভেড়া থেকে প্রায় ১১ কেজি মাংস পাওয়া যায়। আবার বছরে প্রতিটি বয়স্ক ভেড়া থেকে ২.৫ - ৩.০ কেজি পর্যন্ত পশম পাওয়া যায়। অধিকন্তু ভেড়ার মল-মূত্র জমির উৎকৃষ্ট সার। উন্নত জাতের ভেড়া বছরে দুই বার ২টি করে বাচ্চা দিয়ে থাকে। তাই খুব দ্রুতই ভেড়ার বড় একটি পাল তৈরি করা সম্ভব। ১০-১২ মাস বয়সী একটি ছোট নাগপুরী জাতের পাঁঠা ভেড়ার বাজার মূল্য কমপক্ষে ১৫ হাজার টাকা। আবার ভেড়ার রোগ-ব্যাধিও তুলনামূলকভাবে অনেক কম। ফলে এর মৃত্যুর হারও বেশ কম। ভেড়া তুলনামূলকভাবে অল্প খাবার খেয়েই জীবন ধারণে সক্ষম। ঠোঁটের বিশেষ গঠনের কারণে ভেড়া জমির খুব ছোট লতাপাতা ও আগাছা খেয়ে কৃষি জমি পরিষ্কারে সাহায্য করে।

ছোট নাগপুরী ভেড়ার জন্মকালীন ওজন গড়ে ১ কেজি ৭৫০ গ্রাম হয়। ওজন বৃদ্ধি পেয়ে তিন মাস বয়সে গড়ে ৬ কেজি ৫০০ গ্রাম, ছয় মাস বয়সে গড়ে ১০ কেজি ৫০০ গ্রাম এবং নয় মাস বয়সে গড়ে ১৩ কেজি ৫০০ গ্রাম হয়। এক বছরে একটি পাঁঠা ভেড়া প্রায় ১৮ কেজি ওজন প্রাপ্ত হয় এবং ভেড়ীর ওজন হয় প্রায় ১৫ কেজি।

৩. ভেড়ার প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশে প্রধানত বরেন্দ্র অঞ্চল, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা এবং উপকূলীয় অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি ভেড়া পালন করা হয়। উপকূলীয় জেলাসমূহের মধ্যে সাতক্ষিরা, খুলনা, বাগেরহাট, লক্ষ্মীপুর, ফেনী ও নোয়াখালিতে ভেড়ার উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো।

৪. ভেড়ার জাত বাছাই

ভেড়ার পালনের সময় অঞ্চলভেদে লবণাক্ত, উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে অভিযোজনে সক্ষম জাতের ভেড়া বাছাই করা অত্যাবশ্যক।

৪.১. ভেড়ী নির্বাচন

ভেড়ীর চেহারা কমনীয়ো এবং দৈহিক গড়ন বর্গাকৃতির হবে। ঘাড় প্রশস্ত, পেট গভীর এবং ওলান সুষম হবে। মাথা সুগঠিত, শিং চকচকে, কান ছোট এবং নাক সোজাসুজিভাবে গঠিত হবে। পা গুলো সোজা এবং দাঁড়ানোর ভঙ্গি সুষম হবে। পশম পরিষ্কার হবে। ভেড়ী রোগমুক্ত ও স্বাস্থ্যবতী হবে।

৪.২. পাঁঠা ভেড়া নির্বাচন

পাঁঠা ভেড়ার চেহারা পুরুষালী এবং দৈহিক গড়ন বর্গাকৃতির হবে। ঘাড় ও পা পেশীবোহুল হবে। পা সোজা ও খাট হবে। মাথা প্রশস্ত ও বৃহৎ, কান ছোট ও মাংসল এবং নাক সোজাসুজিভাবে গঠিত হবে। শিং লম্বা, মোটা, বাঁকানো ও চকচকে হবে। অন্ডকোষ সুগঠিত, বৃহৎ ও দোদুল্যমান হবে। সারা শরীর পশমে আবৃত হবে, বিশেষ করে গলা ও ঘাড়। সতর্ক চাহনি এবং পালের নিরাপত্তায় সচেষ্ট থাকবে। ঋতুবতী ভেড়ী দেখলে চঞ্চল হয়ে উঠবে। পাঁঠা ভেড়া রোগমুক্ত ও স্বাস্থ্যবতী হবে। পাঁঠা ভেড়া অবশ্যই উচ্চ উৎপাদনশীল জাতের হবে।

৫. ভেড়া পালন পদ্ধতি

সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় (নিবিড় পদ্ধতি) অথবা সম্পূর্ণ ছাড়া অবস্থায় ভেড়া পালন সম্ভব। এর মাঝামাঝি আধা-নিবিড় পদ্ধতিতেও দেশের অনেক জায়গায় ভেড়া পালন করা হয়। নিবিড় পদ্ধতিতে সমুদয় খাদ্য সরবরাহ করতে হয় বিধায় খাদ্য খরচ বেশি এবং লাভের পরিমাণ কম। আবার সম্পূর্ণ ছেড়ে পালনে খাদ্য খরচ সামান্য হলেও দৈহিক বৃদ্ধির হার কম হয়। পক্ষান্তরে আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে ভেড়া সারা দিন চারণভূমিতে ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ করলেও দিনের শেষে বাসায় এনে পরিমিত পরিমাণ ঘাস ও দানাখাদ্য সরবরাহ করা হয় বিধায় খাদ্য খরচ সীমিত থাকে সেই সাথে খরচও কম হয়। তাই আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে ভেড়া পালন সব দিক দিয়ে উত্তম।

৬. ভেড়ার বাসস্থান

ভেড়ার বাসস্থান হিসেবে এমন স্থান বাছাই করতে হবে যা যথেষ্ট খোলামেলা এবং যেখানে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচল করতে পারে। সর্বদা ৩-৪ ফুট উঁচু মাচাতে ভেড়া পালন করা মাচার পাটাতনের ফাঁক উত্তম এতে ভেড়ার রোগ-ব্যাধি কম হয় এবং ঘরও পরিষ্কার করা সহজ হয়। ভেড়ার বাসস্থান ও তার চারপাশ প্রতিদিন পরিষ্কার করা উত্তম। ভরে পানি নিষ্কাশনের ভাল ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। ঘরের ছাদ কমপক্ষে ৮ ফুট উঁচু রাখতে হবে। সেই সাথে টিনের চালার নিচে ফলসসিলিং ব্যবহার করতে হবে। মাচার চারদিকে মজবুত বেড়া দিতে হবে যেন ভেড়া নিচে পড়ে না যায়। প্রতিটি পূর্ণবয়স্ক পাঁঠা ভেড়ার জন্য গড়ে ১৫ বর্গফুট জায়গা, প্রতিটি পূর্ণবয়স্ক ভেড়ীর জন্য গড়ে ১০ বর্গফুট জায়গা এবং প্রতিটি বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য গড়ে ৭ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন। ভেড়ার ঘর বাঁশ, কাঠ বা কংক্রিট পিলার দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। শীত ও বর্ষার সময় ঘরের চার পাশ পলিথিন বা ক্যানভাস বা চট দিয়ে ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিৎ।

৭. ভেড়ার প্রজনন

ভেড়ী সাধারণত ৬-৮ মাসে প্রজননের উপযোগী হয়। পাঁঠা ভেড়া সাধারণত ৬ মাস বয়সে যৌন পরিপক্বতা লাভ করলেও প্রজননের কাজে উপযোগী হয় ১০ -১২ মাস ভেড়ীর ঋতুচক্র ১৭-১৯ দিন পর পর আবর্তিত হয়। ভেড়ার গর্ভকাল ৫ মাস। ফলে প্রতি ৬ মাস অন্তর ভেড়া বাচ্চা দেয়।

৭.১. ভেড়ী গরম হওয়ার লক্ষণসমুহ

- ভেড়ী চঞ্চল হবে।
- প্রচুর ডাকাডাকি করবে।
- ঘন ঘন লেজ নাড়াবে।
- প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে কিছু পরিমাণ স্বচ্ছ ও আঠালো তরল নিঃসরণ হবে।
- খাবার কম খাবে।
- এই লক্ষণসমূহ এক থেকে দেড় দিন স্থায়ী হবে। তারপর ভেড়ী স্বাভাবিক আচরণে ফিরে যাবে।

৭.২. পাঁঠা ও ভেড়ীর অনুপাত

প্রজননের জন্য প্রতি ১৬ - ২০ টি ভেড়ীর বিপরীতে ১টি করে পাঁঠা ভেড়া রাখা উত্তম। উল্লেখ্য যে, পাঁঠা ভেড়াটি কমপক্ষে ১ বছর বয়স্ক এবং বৃহৎ ও সুন্দর দৈহিক গড়নের হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে পাঁঠা ভেড়াকে দিয়ে দৈনিক ১ বারের বেশি প্রজনন করানো ঠিক নয়। প্রজনন কাজে ব্যবহৃত পাঁঠা ভেড়ার প্রজনন ক্ষমতা বাড়াতে প্রতিদিন ১০০ গ্রাম করে অঙ্কুরিত ছোলা এবং দৈনিক ৩৫০- ৫০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। তবে অন্তঃপ্রজনন এড়াতে প্রতি ২ বছর অন্তর পালের পাঁঠা ভেড়া পরিবর্তন করে অন্য পাল থেকে পাঁঠা ভেড়া সংগ্রহ করতে হবে।

৮. ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা

আবদ্ধ অবাস্থায় পালনের সময় ভেড়ার দৈহিক ওজন বিবেচনায় রেখে ঘাস জাতীয় ও দানাদার খাদ্যকে দুই ভাগে ভাগ করে সকাল ও বিকালে দুই বারে সরবরাহ করা উত্তম। প্রতি বেলায় প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ভেড়ীকে কমপক্ষে ৩০০ গ্রাম ঘাস বা পাতা এবং সর্বোচ্চ ২৫০ গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রদান করা উচিৎ। তবে প্রজননের কাজে ব্যবহৃত পাঁঠা ভেড়াকে দৈনিক ৪০০ গ্রাম পর্যন্ত দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা যেতে পারে। গর্ভবতী ভেড়ীকে গর্ভধারণের ২য় ও ৫ম মাসের শুরুতে ২ মিলিলিটার করে ভিটামিন এডিই ইঞ্জেকশন দিলে ভ্রুণের বৃদ্ধি দ্রুত হয় এবং ভেড়ীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

৮.১. আঁশজাতীয় খাদ্য

গাছের পাতা যেমন, কাঁঠাল, বড়ই, ইপিল ইপিল ইত্যাদি গাছের কচি ডাল পাতাসহ কেটে দিলে তা ভেড়ার জন্য খুবই উপযোগী। চাষ করা ঘাসের মধ্যে পাকচং নেপিয়ার, জার্মান, ওট, ইত্যাদি আধা ইঞ্চি আকারে কেটে পরিবেশন করা উত্তম। যদি ঘাস বা পাতা পাওয়া না যায়, তবে ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় নিম্নলিখিত অনুপাতে প্রস্তুত করেও খাওয়ানো যেতে পারে:

৮.২. দানা খাদ্য

ভেড়ার খাদ্যে নিম্নলিখিত পুষ্টি উপকরণ সমৃদ্ধ দানা খাদ্য থাকা প্রয়োজন:

১. আমিষ জাতীয় খাদ্য: এংকর ডাল, সরিষার খৈল, তিলের খৈল, সয়বিন মিল ইত্যাদি।

২. শর্করা জাতীয় খাদ্য: পাতা, ঘাস, খড়, ভুট্টা, গম, চিটা গুড়, ভুসি, কুড়া ইত্যাদি।

৩. চর্বি জাতীয় খাদ্য: সয়বিন তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি।

৪. খনিজ উপকরণ সমৃদ্ধ খাদ্য: লবণ, ডিসিপি, হাড়ের গুড়া, শামুক-ঝিনুক ভাঙ্গা, সৈন্ধব লবণ ইত্যাদি।

৫. ভিটামিন সমৃদ্ধ খাদ্য: শাক-সব্জীর উচ্ছিষ্টাংশ, কৃত্রিম ভিটামিন প্রিমিক্স ইত্যাদি।

৮.৩. মিশ্র দানা খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী

ভেড়ার মিশ্র দানাখাদ্যের উপকরণ হিসেবে শস্য বীজ (ভুট্টা, এংকর ডাল, গম, ইত্যাদি), শস্যের উপাজাত (ভুসি, কুড়া, ইত্যাদি), খৈল (সরিষার খৈল, তিলের খৈল, সয়বিন মিল, ইত্যাদি), শুটকি মাছের গুড়া, লবণ, খনিজ পদার্থ এবং ভিটামিন সুনির্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রিত করতে হয়। সাধারণ মিশ্র দানাখাদ্যের উপকরণের তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	উপকরণ	পরিমাণ
১.	ধানের খড় (২ ইঞ্চি মাপে কাটা)	১০ কেজি
২.	পানি	৫ কেজি
৩.	চিটা গুড়	১ কেজি ৫০০ গ্রাম
৪.	ইউরিয়া সার	২৫০ গ্রাম
৫.	লবণ	২৫০ গ্রাম
	মোট=	১২ কেজি

একটি পাত্রে চিটা গুড়, ইউরিয়া সার ও লবণ ভালভাবে পানিতে গুলে নিতে হবে। একটি পলিথিন কাগজের উপর অর্ধেক পরিমাণ খড় বিছিয়ে অর্ধেক তরল মিশ্রণ সুষমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। এর উপর অবশিষ্ট খড় বিছিয়ে বাকি তরল মিশ্রণ ছিটিয়ে দিতে হবে। পলিথিন কাগজের চার কোণ এক করে ভেজানো খড় দুই ঘন্টা মুড়িয়ে রাখতে হবে। এভাবে প্রস্তুত ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় তিন দিনের মধ্যে ব্যবহার করা উচিৎ।

ক্রমিক নং	উপকরণ	পরিমাণ
১.	ভুট্টার আটা	২ কেজি
২.	এংকর ডালের আটা	২ কেজি
৩.	গমের ভুসি	২ কেজি
৪.	গরিষার খৈলের গুড়া	২ কেজি
৫.	চাউলের কুড়া	২ কেজি
৬.	লবন	২০০ গ্রাম
৭.	ডিসিপি গ্লাস পাউডার	১০০ গ্রাম
	মোট	১০ কেজি ৩০০ গ্রাম

৮.৪. আঁশ জাতীয় ও দানাদার খাদ্যের অনুপাত

পাতা, ঘাস ও খড় হলো আঁশ জাতীয় খাদ্য। ওজন অনুসারে ভেড়ার দৈনিক মোট খাদ্যের ৭০ শতাংশ আঁশ জাতীয় খাদ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় ভেড়ার অন্ত্রে এসিডিটি দেখা দিতে পারে যার দরুন ভেড়া খাওয়া ছেড়ে দেয় এবং দ্রুত ওজন হ্রাস পায়। প্রতিটি ভেড়াকে দৈনিক পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কার পানি পান করার সুযোগ দিতে হবে। ১৫ কেজি ওজনের একটি ভেড়ার প্রত্যহ মোটামুটিভাবে ১.৫-২.০ কেজি ঘাস বা পাতা, ২৫০-৩০০ গ্রাম মিশ্র দানাখাদ্য এবং ২ লিটার পানি খাওয়া প্রয়োজন।

৯. ভেড়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

সাধারণত অপুষ্টি, অণুজীব ও পরজীবী, আন্ত্রিক সমস্যা, জন্মগত ত্রুটি এবং খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে ভেড়ার মৃত্যু ঘটে। সাধারণ রোগসমূহের মধ্যে পিপিআর, ব্রুসেলোসিস, নিউমোনিয়া, পেটের পীড়া, রক্ত আমাশা, কৃমির সংক্রমণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষুরা রোগ। ভেড়াকে বছরে ৩ - ৪ বার কৃমিনাশক বড়ি খাওয়ানো অত্যাবশ্যক। সেই সাথে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও দস্তার জন্য বিশেষ সম্পূরক ঔষধ খাওয়ানো প্রয়োজন।

৯.১. রোগাক্রান্ত ভেড়ার সাধারণ লক্ষণসমুহ

১. দল থেকে দূরে থাকবে।
২. চোলাফেরায় অনিহা দেখাবে এবং ঝিমাবে।
৩. খাদ্য গ্রহণে অনিহা দেখাবে।
৪. বিষ্ঠা ভেজা ভেজা ও খয়েরি রঙের হবে; ক্ষেত্রবিশেষে রক্তের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাবে।
৫. নাকে ও চোখের চার পাশে সর্দি-ময়লা লেগে থাকবে।
৬. চোখ ভাসা ভাসা দেখা যবে।
৭. জোরে কাশবে।
৮. ঘন ঘন দম নিবে।
৯. পায়খানার রাস্তার চতুর্পাশে এবং লেজে শুকনা বিষ্ঠা লেগে থাকবে।
১০. পশম খুব উস্কখুস্ক দেখা যাবে।

৯.২ টিকা প্রদান

তিন মাস বয়স হলেই প্রতিটি ভেড়াকে পিপিআর ও গোট পক্স রোগের টিকা প্রদান করা অত্যাবশ্যক। লক্ষ্য রাখতে হবে যে দুটি টিকা প্রদানের মাঝে যেন ২ সপ্তাহ বিরতি থাকে।

১০. ভেড়া পালনে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ

ভেড়ার খামারের ঝুঁকি হ্রাস তথা লাভ নিশ্চিত করতে অবশ্যই নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে:

১. সময়মত টিকা প্রদান করতে হবে (৩ মাস বয়সে পিপিআর ও গোট পক্স)।

২. নিয়মিত (প্রতি ৩ মাস অন্তর) কৃমিনাশক বড়ি খাওয়াতে হবে।

৩. রোগের লক্ষণ দেখা মাত্র নিকটস্থ প্রাণি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

৪. ভেড়াকে সুষম খাদ্য প্রদান করতে হবে।

৫. ছয় মাস বয়সে প্রথম বারের মত এবং প্রতিবার বাচ্চা প্রসবের পর ঋতুবতী ভেড়ীকে পাঁঠা ভেড়া দিয়ে পাল দিতে হবে যেন নিয়মিত গর্ভধারণ হয়।

৬. জন্মের পরে ১ মাস ভেড়ার বাচ্চার প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ পায়।

৭. রাস্তাঘাটে ভেড়ার পালের উপর কুকুরের আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

১১. ভেড়ার বাজারজাতকরণ

পাইকারদের কাছে অথবা সরাসরি কসাই বা ক্রেতাদের কাছে ভেড়া বিক্রয় করা যায়। বিক্রির জন্য ১২ থেকে ১৮ মাস বয়সী ভেড়া সর্বোত্তম। সারাবছরই ভেড়ার মাংসের চাহিদা থাকে। তবে রোজা, রোজার ঈদ ও বড়দিনের সময় সর্বোচ্চ চাহিদা থাকে। বড় শহরগুলোর নামী হোটেলে ভেড়ার মাংসের বিশেষ পদ রান্না হয় বিধায় উচ্চ মূল্যে ভেড়া বা ভেড়ার মাংস নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা সম্ভব। স্থানভেদে ভেড়ার মাংস ৯০০ - ১০০০ টাকায় বিক্রয় হয়।

১২. ভেড়ার মাংসের পুষ্টিমান

ভেড়ার মাংস একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। এটি মুখরোচক এবং পুষ্টিকর। প্রতি ১০০ গ্রাম ভেড়ার মাংসে প্রায় ২৬ গ্রাম আমিষ ও ১৯ গ্রাম চর্বি থাকে। এতে প্রচুর পরিমাণ অত্যাবশ্যক এমিনো এসিড, প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিড এবং খনিজ লবণ যেমন, লৌহ, দস্তা, কপার, ইত্যাদি থাকে। ভেড়ার মাংসে বিশেষ ধরণের দেহ বর্ধক থাকে বিধায় শিশু ও কিশোরদের দ্রুত উচ্চতা বৃদ্ধিতে খুবই সহায়ক। ভেড়ার মাংসের রন্ধনপ্রণালী গরু ও ছাগলের মাংসের অনুরূপ।

১৩. ভেড়া পালনে স্বকর্মসংস্থান

ভূমিহীন পরিবারের অতিদরিদ্র মহিলারা বা কাজে অক্ষম বৃদ্ধরাও অনায়াসে ৬-৮ টি ভেড়ার খামার গড়ে তুলতে পারে।

৪টি ভেড়ী পালনে বছরে অনায়াসে ৬০ হাজার টাকা আয় করা যায়। ছোট-বড় মিলিয়ে ৯০ থেকে ১০০ টি ভেড়ার মাঝারি খামার থেকে মাসে প্রায় ৩০ হাজার টাকা উপার্জন করা সম্ভব। বানিজ্যিক খামারে এক সাথে প্রায় ৩০০ পর্যন্ত ভেড়া পালন সম্ভব।

১৪. ভেড়া পালনে আর্থিক ব্যবস্থাপনা

স্বল্প পরিসরে ভেড়া পালনে প্রতি বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব (৪টি ভেড়ী):

ক্রমিক নং	উপকরণ	পরিমাণ	মোট মূল্য (টাকা)
ক	১ম বছরের ব্যয়		
১.	গৃহ নির্মাণ	১০০ বর্গফুট	৪০,০০০/-
২.	৬ মাসের ভেড়ী বাচ্চা ক্রয়	৪টি	৩২,০০০/-
৩.	দানা খাদ্য ক্রয়	৪০০ কেজি	২০,০০০/-
৪.	ঔষধ ও টিকা ক্রয়	প্রয়োজন অনুসারে	৪০০/-
৫.	পাল দেওয়া	৮ বার	১,৬০০/-
৬.	অন্যান্য	প্রয়োজন অনুসারে	১,০০০/-
	১ম বছরের মোট খরচ		৯৫,০০০/-
খ.	২য় বছর থেকে বার্ষিক ব্যয়		
১.	গৃহ মেরামত	১০০ বর্গফুট	৫,০০০/-
২.	গৃহ মেরামত	৫০০ কেজি	২৫,০০০/-
৩.	দানা খাদ্য ক্রয়	প্রয়োজন অনুসারে	৪০০/-
৪.	পাল দেওয়া	৮ বার	১,৬০০/-
৫.	অন্যান্য	প্রয়োজন অনুসারে	১,০০০/-
	২য় বছর থেকে বার্ষিক ব্যয়		৩৩,০০০/-
গ.	২য় বছর থেকে বার্ষিক আয়		
	১ বছর বয়সী ভেড়া বিক্রয়	৮টি	৯৬,০০০/-

১৫. উপসংহার

গবাদি পশুর মধ্যে ভেড়া সবচেয়ে নিরীহ প্রাণি। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে উপকূলীয় এলাকা সহ সমগ্র দেশে ভেড়া পালনের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত এলাকাগুলোর জনগোষ্ঠির জন্য ভেড়া পালন হতে পারে উচ্চমানের আমিষ সমৃদ্ধ খাবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ভেড়ার মাংস সকল ধর্মের মানুষ খেতে পারে। ভেড়া পালনের প্রধান সুবিধা হচ্ছে এদের খাদ্য খরচ তুলনামূলকভাবে কম যেহেতু এরা গাছের পাতা এবং অনুর্বর জমিতে উৎপন্ন লতাপাতা খেয়ে উৎপাদনশীল থাকে। যেসকল এলাকাতে গরু ও ছাগল পালন দুরূহ সেসকল স্থানেও ভেড়া অনায়াসে পালন সম্ভব। ভেড়া একবারে দুটি থেকে তিনটি পর্যন্ত বাচ্চা দেয় এবং বছরে ২ বার বাচ্চা দিয়ে থাকে বিধায় খুব দ্রুত পালের আকার বাড়ানো সম্ভব। অতিদরিদ্র খানাগুলোর কিশোর-কিশোরীরা অনায়াসে ৬-২০ ভেড়ার পাল নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যা লেখাপড়ার পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তাদের জড়িত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। এই সকল খানার মহিলাদের বিকল্প আয়ের উৎস হতে পারে ভেড়া পালন। এমনকি বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের উত্তম উপায় হতে পারে ভেড়ার খামার প্রতিষ্ঠা করা। এসব বাণিজ্যিক ভেড়ার খামার স্থাপনের জন্য উন্নত জাত অথবা সংকর জাতের ভেড়া ক্রয় করা উচিৎ। তাই উন্নত জাতের ভেড়া যোগান নিশ্চিত করতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভেড়ার প্রজনন খামার স্থাপন করা জরুরী। সেই সাথে ভেড়া পালন পদ্ধতি সম্পর্কে আগ্রহী খামারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থাও করতে হবে। তাহলে আদূর ভবিষ্যতে ভেড়া হবে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী প্রাণিসম্পদ।

ঠাকুরগাঁও অফিস:

কলেজপাড়া, (গোবিন্দনগর), ঠাকুরগাঁও-৫১০০, বাংলাদেশ

+৮৮ ০২ ৫৮৯৯৩২১৪৯, + ৮৮ ০১৭১৪-০৬৩৩৬০

esdobangladesh@hotmail.com

ঢাকা অফিস:

ইএসডিও হাউজ, প্লট নং-৭৪৮, রোড নং-০৮,

বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা-১২০৭

+৮৮ ০১৭১৩-১৪৯২৫৯

www.esdo.net.bd

FOLLOW US

Eco-Social Development Organization (ESDO)